ধারাবাহিক উপন্যাস
একটি মাধবী

জসিম মল্লিক

১.
আজকে বিকেল থেকেই খুউব খারাপ ওয়েদার। আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। যে কোনো সময়ে বৃষ্টি শুরু হবে। থেমে থেমে বিজলি চমকাচ্ছে। এবং বলতে বলতে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। যাত্রীরা দৌড়ে ছাউনির নিচে আশ্রয় নিচ্ছে।
বজলু মাত্রই স্টেশনে এসে পৌঁছেছে। রিকশা থেকে নেমে বেনসন লাইট খুঁজছিল কিন্তু কোনো দোকানেই বেনসন লাইট নেই। মনে হয়ে এ শহরের লোকরা বেনসন লাইট পছন্দ করে না। বিজলু স্টীমারে খাওয়ার জন্য কয়েকটা রেগুলার বেনসন কিনে নিল। ঢাকা যেয়ে বেনসন লাইটের আস্ত প্যাকেট কিনে নিলেই হবে।
বজলু আধভেজা হয়ে ছুটে ছাউনির নিচে আশ্রয় নিল। হাতে একটা ব্যাগ। স্টীমারে আগে প্রথম শ্রেনীর যাত্রীদের জন্য সুন্দর ওয়েটিং রুম ছিল। আজকাল সে সব আর দেখছে না। মনে হয় যাত্রীদের কদর কমে গেছে। অবশ্য আগে যে ঘাটে স্টীমার ভিড়ত এখন সেটা বদলে গেছে। নতুন জায়গায় আর ওয়েটিং রুম করা হয়নি। অতএব যাত্রীদের একটু ভোগান্তি তো সহ্য করতেই হবে।
এখন ফেব্রুয়ারীর শেষ। মফস্বলের দিকে এখনও একটু একটু শীত আছে। বজলু হালকা একটা সোয়েটার পড়ে এসেছে। কিন্তু শীতটা বেশ জেঁকে বসেছে। একদিকে বৃষ্টি অন্যদিকে কিত্তনখোলার উত্তুরে হাওয়া এসে গায়ে বিধে দিচ্ছে।
এমন সময় অদুরে একটা দামী গাড়ি এসে থামলো।
স্টীমার আসার কথা ছটায়। এখনই একজন খবর দিল আরো আধাঘন্টা দেরী হবে। বজলু বাড়ি থেকে একাই এসেছে। তাও রিকশায়। অন্যান্য সময় কেউ না কেউ সাথে আসে সী অফ করতে। আজকে কেউ আসেনি এখনও। কেউ আসলেও আসতে পারে।
মানুষ দ্রুত বদলে যাচ্ছে।
বজলুদের বাড়ি থেকে স্টীমার ঘাট মাত্রই পনেরো মিনিটের পথ। এর আগে যখনই এসেছে বজলুর ভাইয়ের গাড়ি দিয়ে পৌঁছে দিয়েছে। আজকেই ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছে। গাড়িটা অবশ্য বিক্রী করে দিয়েছে। ওটা ছিল রেন্টের গাড়ি। একটা ঘটনায় বজলুর ভাই মজনু খুবই আপসেট। তার একটা পোলট্রি ছিল। ভালভাবেই চলছিল। অকস্মাৎ গজব নেমে এলো। এ নিয়ে দু'দিন ধরেই খুউব টেনশন চলছিল। মজনুর ফার্মের একমাইলের মধ্যে আর একটি পোলট্রিতে বার্ডফ্লু দেখা দিয়েছে। ঢাকায় পাঠানো হয়েছে পরীক্ষার জন্য। রেজাল্ট যদি পজেটিভ হয় তাহলে মজনুর পোলট্রির সব মুরগী মেরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

হয়েছেও তাই। বেচারা মাত্রই চাকরি থেকে রিটায়ার্ড করেছে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা আর গাড়ি বিক্রী করে ফার্মটা করেছেল। চলছিলও ভাল। হঠাৎ করে কী অবস্থা। বজলু যখন বাড়ি থেকে রওয়ানা হয় তখনই একটা দৌড়াদৌড়ি দেখে এসেছে। সরকারী লোকজন এসেছে মুরগী সব পুড়িয়ে দিতে। যদিও মজনুর মুরগীতে বার্ডফ্লু এফেক্ট করেনি। বেচারার কতগুলো টাকা মুহূর্তে লস। সরকার একটা কমপেনসেশন দেবে বটে কিন্তু সেটা নামে মাত্র এবং তা পেতে হালুয়া টাইট হয়ে যাবে নিশ্চিত।
বজলু ইচ্ছে করছিল আজকের দিনটা থেকে যেয়ে ভাইকে সান্তনা দিতে। কিন্তু উপায় নেই। এই ভাই বজলুর জন্য কিছু কম করেনি। কিন্তু ঢাকা তাকে আজকে যেতেই হবে। একটু পরই এলো বজলুর ভাতিজা হাসিব। মজনুর একমাত্র ছেলে। সে মোবাইল ফোনে আগেই বলে রেখেছে তাকে কিছু টাকা দিতে হবে। তার একটা মেশিনারি পার্টসের দোকান আছে বিউটি সিনেমা হলের সামনে। বেচা বিক্রীও শুনেছে মন্দ হয় না। নয়া বউর জন্য একটা স্পেশাল ড্রেস কিনতে হবে। একটা বিয়ের অনুষ্ঠান আছে।
হাসিবের বউটা ভাল। দেখতেও বেশ সুশ্রী। বজলু যে ক'দিন ছিল বরিশালে এই মেয়েটা বেশ খোঁজ খবর করেছে।
বজলু যদিও এবার ছিল হোটেলে। সে আগে থেকেই ঠিক করে এসেছিল বাড়িতে থাকবে না। দেখবে কেমন প্রতিক্রিয়া হয়। কিন্তু এ নিয়ে ফ্যামিলী থেকে যতটা আপত্তি উঠবে ভেবেছিল তার কিছুই হয়নি। সবাই ব্যাপারটা সহজভাবেই নিয়েছে। বাড়ির ছেলে বাড়িতে না উঠে কেনো হোটেলে উঠল এ নিয়ে কেউ একটা প্রশ্ন পর্যন্ত করল না। মা একটু হা হুতাশ করল বটে কিন্তু তা তেমন জোরালো নয়। ছেলের সংসারে থাকলে মায়েদের আর দাম থাকে না। এই যে বজলু একবেলা খোলোনা পর্যন্ত বাড়িতে তা নিয়েও কেউ খুব একটা মাথা ঘামালো না।
২.
মানুষ কত বদলে গেছে।
বজলু যে বাক্স ভড়ে কত্ত কী আনলো তাতেও কেউ উৎফুল্ল হলোনা। আত্মীয় স্বজনকে খুশী করা আজকাল বড় টাফ হয়ে গেছে।
বজলু লাখ লাখ টাকা খরচ করে বছর বছর দেশে আসে শুধুমাত্র মা'কে দেখার জন্য। মা'র যা যা দরকার সব ব্যবস্থা করে যায়। হাত খরচ দিয়ে যায়। কিন্তু মানুষের স্বভাব হচ্ছে যার কাছে থাকে তার কথাই বেশী বলে। বজলুর কেনো যেনো মনে হয় মা যতটা না ওর প্রতি তার চেয়ে মজনুর প্রতি বেশী দুর্বল। হয়ত বজলু কাছে থেকে বুড়ো মায়ের সেবা দিতে পারে না বলে। মজনু পারে। যদিও বাড়িটা মজনুর। মার জন্যই ছেড়ে দিয়েছে। তবুও কে জানে কেনো মা এমন। বজলুর সবসময় মনে হয় ও মায়ের মন জয় করতে পারেনি। যতটা ও চায়। হয়ত বজলুর ধারনাটা ঠিক নয়। সব সন্তানের জন্যই মায়েদের মন কাঁদে।

বজলু হাসিবের বউকে ড্রেস কেনার জন্য ছয় হাজার টাকা দিল। টাকা পেয়ে খুউব যে খুশী হয়েছে তা মনে হলো না। মনে হয় আরো বেশী প্রত্যাশা করেছিল। একটা সুহ্ম হাসি দিয়ে চলে গলো হাসিব। যাওয়ার সময় কিছুই বললো না।
হাসিব এ যুগের ছেলে হলেও সে দুনিয়ার কিছুই প্রায় জানে না; একমাত্র টাকা ছাড়া। টাকা সে এতটাই চেনে যে অন্য কিছুর প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই। তার বউটা ওর তুলনায় বয়সে খুউবই ছোট। এর আগে হাসিব আর একটি মেয়েকে বিয়ে করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। কিন্তু যে কোনো কারণে হোক সেটা হয়নি। এই মেয়েটির বাবার কিছু পয়সা আছে। কাস্টমস ডিপার্টমেন্টে চাকরি করত। সময়ের আগেই রিটায়ার্ড করেছে। বিয়েতে একটা আস্ত হোন্ডা পেয়েছে যৌতুক। শহরে পাঁচতলা বাড়ি আছে। ওদের ভাষায় দালান। হাসিবের কাছে 'দালান' একটা বড় ব্যাপার। তার নতুন বধু এটা ওটা চায় বলে সে খুউবই ফাঁপরে আছে। সে তার মাকে নাকি বলেছে বিয়ে করে ভুল করেছি!
একটু পরই এলো ভাগ্নে মইন। মঈন স্মার্ট ছেলে। সে জগতের তাবৎ খোঁজ খবর রাখে। বাপের পয়সা আছে। তবে বাপটা পিচাশ টাইপের। কিপ্টার হদ্দ। এমনকি নিজের স্ত্রীর চিকিৎসা পর্যন্ত করেনি ঠিকমত। না হলে বজলুর প্রিয় বোনটা বেঁচে যেতো। একবার অনেক বছর আগে খুউব জরুরী প্রয়োজনে দুলাভাইয়ের কাছে বজলু দুইশত টাকা ধার চেয়েছিল। কিন্তু দেয়নি। কথাটা বজলু ভোলেনি। মঈন ছেলেটা বজলুর খুউব ভক্ত। বজলুও ওকে পছন্দ করে।
মঈনও হাসিবের মতই বাবার একমাত্র ছেলে। বজলুর খুউব প্রিয় বোন ছিল মঈনের মা। মঈনের একমাত্র বোন থাকে আমেরিকা। ডিভি পেয়ে স্বপ্নের দেশে পাড়ি জমিয়েছে। মঈনেরও ইচ্ছা পড়তে বিদেশ চলে যাবে। যাবেও সে। হাসিবও চায় বিদেশ যেতে কিন্তু টাকা কামাতে। এজন্য সে বউ ছাড়তেও রাজী। মানে বউ রেখেই সে যেতে চায়। ওদের ধারনা বজলু চাইলেই ওকে বিদেশ পাঠিয়ে দিতে পারে কিন্তু দিচ্ছেনা। এজন্য ওরা কেউই প্রায় বজলুর উপর খুশী না। বোধহয় মাও না। মজনু একসময় এত করেছে ভাইয়ের জন্য সে তুলনায় বজলু তো কিছুই করলো না তার ছেলের জন্য।
৩.
বৃষ্টিটা আরো জোড়ে শুরু হয়েছে। একটু আগেই ভোঁ বাজিয়ে স্টিমার ঘাটে ভিড়েছে। যে দামী গাড়িটা এসেছিল সেটা থেকে নামল একটি পরিবার। সেখানে একটি মেয়ে আছে। সুন্দর দেখতে। চেহারার মধ্যে একধরনের বন্যতা আছে। মেয়েটিকে আগে কোথায় যেনো দেখেছে। কোথায় দেখেছে? মনে পড়েছে। একটি নাটকের অনুষ্ঠানে। সঙ্গে আর একটি মেয়ে ছিল। খুব হাসাহাসি করছিল। মেয়েটি হাসলে দারুন লাগে দেখতে। গালে টোল পড়ে। অনেকেই সেদিন মেয়েটিকে খেয়াল করছিল। মফস্বলে এরকম মেয়েদের দিকে নজর দেয়ার লোকের অভাব হয় না। মেয়েটিও কি ওকে দেখেছিল! বোধহয়। একবার তাকিয়েছিল ওর দিকে। বজলুর দিকে তাকাতে হয়।

সেটা ছিল শব্দাবলীর নাটক। ইমদাদুল হক মিলনের লেখা। নাট্যকার নিজেও উপস্থিত ছিল সেদিন। মেয়েটি লেখকের সাথে খুউব হেসে হেসে কথা বলছিল। অটোগ্রাফ নিচ্ছিল। লেখকও মেয়েটির সাথে খুউব মজা মারছিল। বজলু কী একটু ঈর্ষা ফিল করেছিল! কথাটা মনে হতেই একটু হাসি পেলো। ওর কোনো ঈর্ষা হবে! তবে লেখকদেও যে অনেক মজা এটা মেনে নিয়েছিল।
আজকে স্টীমারে তেমন ভীড় নেই। অল্পকিছু লোকজন উঠলো। ঢাকা-বরিশাল রুটে ঢাউস সব লঞ্চ সার্ভিস থাকায় স্টীমারে বেশী লোকজন উঠে না। স্টীমারে সময়ও বেশী লাগে। বজলুর এখনও স্টীমার খুউব প্রিয়, কারণ স্টীমারের খোলামেলা পরিবেশ ওর পছন্দ। খাওয়া দাওয়াও উন্নত মানের। বজলু যখনই বারিশাল আসে প্রথম শ্রেনীর দুটো টিকেট আগেই কনফার্ম করে নেয়। স্টাফরাও ওকে সবাই চেনে।
উজলুর একদম বড় ভাই কাদের এসেছে শেষ মুহূর্তে । মঈন এখনও আছে। সাথে ওর এক বন্ধু। বজলু সবার ছোট। ওর বড়বোন নাজমা। সে সবসময় নিজের ছেলে মেয়ে, মেয়েদের জামাই নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ভাইয়ের প্রতি এত আদিখ্যেতা দেখায় না। বজলু যখনই আসে বাড়িতে নামকাওয়াস্তে একবার দেখা দিয়ে যায়। বরাবরই সে এরকম। হয়ত বজলু ঢাকায়, নাজমা আপাও ঢাকায় মেয়ের বাসায়। কস্মিনকালেও একটা ফোন করে খবর নেয় না। দেখা হলে উল্টা অভিযোগ করে কিরে ফোন টোনতো করিস না। যেনো ফোন করে সবার খবর নেয়ার দ্বায়িত্ব বজলুর একার। ওদের কোনো দ্বায়িত্ব নেই। এজন্য বজলু বিশেষ মাইন্ড করে না। ও সবার সাথেই আন্তরিক। কাউকেই কষ্ট দিতে চায় না। তবে বজলু গায়ে পড়ে কারো খবর নেয়ার পক্ষপাতি নয়। কেউ ওর জন্য হাটু পর্যন্ত নামলে ও তার জন্য গলা পর্যন্ত নামতে রাজী, সে যেই হোক না কোনো।
স্টীমার ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। মন খারপ করা ভোঁ বেজে উঠল। যারা সি অফ করতে এসেছিল তারা নেমে গেল। বড় ভাই অনেকক্ষন জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকল। স্টীমার যতক্ষন না বাঁক নিল ভাই দাঁড়িয়েই থাকল বজলুর দিকে। মেঝভাইও সবসময় আসে বিদায় দিতে। আজকে পারল না। বার্ডফ্লু তা পারতে দিল না। বজলুর একটু খারাপ লাগতে লাগল ভাইটার জন্য।
জসিম মল্লিক: কনাডা প্রবাসী লেখক ও সাংবাদিক
Toronto
jasim.mallik@gmail.com